যায়যায়দিন
১০ মার্চ ২০১০ শনিবার

# মুক্তবাজার অর্থনীতির নেতিবাচক দিক

ড. এম আজিজুর রহমান

মুক্তবাজার অর্থনীতি বিভিন্ন কারণে সামগ্রিকভাবে হলেও ব্যর্থতার সম্মুখীন হয় বা হতে পারে। ব্যর্থতার উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হলো- মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে নিয়ন্ত্রণের অভাব ঘটে। নেতিবাচকভাবে স্বার্থপর ব্যবসায়ীরা সীমাহীন মুনাফা লাভের চেষ্টা করে। আবার পূর্ণ প্রতিযোগিতার অভাবে পুরো সমাজে একচেটিয়া বা অস্থির বাজার পরিস্থিতি বিরাজ করে। উৎপাদন খরচের তুলনায় বাজারমূল্য সাধারণত অধিক হয়। ক্রেতাসাধারণ অতৃপ্তিতে ভোগে।

ড. মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, 16th Edition-মতে, মুক্তবাজার অর্থনীতির কতিপয় সুবিধা লক্ষ্য করা যায়। এর পক্ষে একাধিক যুক্তি প্রদর্শন করা হয়। প্রথমত, মুক্তবাজার অর্থনীতি ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা থাকার ফলে উৎপাদিত দ্রব্যাদি উৎকৃষ্ট মানের হয়। অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে দ্রব্যমূল্যও হ্রাস পায়। দ্বিতীয়ত, এ ব্যবস্থায় উৎপাদিত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকায় উৎপাদকরা ক্রেতার পছন্দ ও চাহিদা অনুসারে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করেন। তৃতীয়ত, বাজারব্যবস্থায় উৎপাদন ক্ষেত্রে নিয়োজিত ব্যক্তিদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। দক্ষ পরিচালনার ফলে উৎপাদন ক্ষেত্রে অপচয়ের পরিমাণও অপেক্ষাকৃত কম। এতে দুর্নীতি, কর্মে অবহেলা, পক্ষপাতিত্ব এবং আমলাতন্ত্রের কুফল কম পরিলক্ষিত হয়। চতুর্থত, বাজারব্যবস্থা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সমর্থন করে। রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বাজারব্যবস্থা স্বাধীনতা প্রদান করে থাকে। পঞ্চমত, বাজারব্যবস্থায় সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে বিধায় সম্পত্তির ওপর ব্যক্তির আইনগত অধিকার বহাল থাকে। ফলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ সুগম হয়। গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটলের মতামত এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছেন, ব্যক্তির পূর্ণতার জন্য এবং তার ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভূমিকা অত্যধিক। ষষ্ঠত, বর্তমান বিশ্বে বাজার অর্থনীতির ব্যাপক প্রসারের ফলে বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপক প্রসার ঘটে। ফলে জনগণের জীবনযাত্রার মান বাড়ে। দুর্নীতি ও অনুৎপাদনশীলতা বাজার অর্থনীতির ব্যবস্থার মাধ্যমেই দূরীভূত করা সম্ভব। এ ব্যবস্থাতেই পূর্ণ কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা অপেক্ষাকৃত সহজ। সপ্তমত, মুক্তবাজার অর্থনীতিতে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Economic Growth) অধিক মাত্রায় ত্বরান্বিত হয়। ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূলে রয়েছে বাজার অর্থনীতির উৎকর্ষতা। এ কথা বলা অযৌক্তিক নয় যে, মুক্ত বাজার অর্থনীতি ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি দুটি বিপরীতধর্মী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্বার্থের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকে মুক্ত বাজার অর্থনীতি। পক্ষান্তরে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সমষ্টিগত তথা সামাজিক স্বার্থের ওপর অধিক মাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে উভয় ব্যবস্থারই দোষ-গুণ রয়েছে। সমাজতন্ত্র বিশ্বকে আয়ের অসম বণ্টনজনিত দারিদ্র্যসহ বাজার অর্থনীতির কিছু খারাপ দিক থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ করতে পারে।

সামাজিকভাবে একটি সরকারের গুরুদায়িত্ব হলো নিম্নরূপ। প্রথমত, অর্থনৈতিক দক্ষতা বৃদ্ধি ও দেশের আয়, উন্নতি, প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা; দ্বিতীয়ত, কর্মসংস্থান, আত্মকর্মসংস্থান ও নিয়োগ সুবিধা বৃদ্ধি করে দেশের বেকার সমস্যা দূরীকরণ, বাজারমূল্যের স্থিতিস্থাপকতা আনয়ন, সুষ্ঠু ও পূর্ণ প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করে সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্পন্ন দ্রব্যাদি তৈরি ও সরবরাহ, উৎপাদকের ন্যায্যমূল্য, ক্রেতা ও সাধারণ মানুষের উপযোগ এবং সুখভোগ বৃদ্ধি ইত্যাদি। তৃতীয়ত, উদার ও উৎপাদনমুখী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যবান্ধব রীতি-নীতির প্রণয়ন এবং রপ্তানি আয় বাড়িয়ে যতো বেশি সম্ভব বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন। সর্বশেষে আয় ও প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত, আয়ের সুষম বণ্টন, দারিদ্র্যবিমোচন এবং একটি সুখী-সমৃদ্ধ সমাজ গঠন করা ইত্যাদি। মুক্ত বাজার অর্থনীতি বিভিন্ন কারণে সামগ্রিকভাবে হলেও ব্যর্থতার সম্মুখীন হয় বা হতে পারে। ব্যর্থতার উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হলো- মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে নিয়ন্ত্রণের অভাব ঘটে। নেতিবাচকভাবে স্বার্থপর ব্যবসায়ীরা সীমাহীন মুনাফা লাভের চেষ্টা করে। আবার পূর্ণ প্রতিযোগিতার অভাবে সমগ্র সমাজে একচেটিয়া বা অস্থির বাজার পরিস্থিতি বিরাজ করে। উৎপাদন খরচের তুলনায় বাজারমূল্য সাধারণত অধিক হয়। ক্রেতাসাধারণ অতৃপ্তিতে ভোগে। দেশের সামগ্রিক চাহিদা ও উৎপাদন হ্রাস পায়। দেশজ মোট উৎপাদন কমে সামগ্রিকভাবে সমগ্র দেশ একটি মন্দা পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে। আবার উৎপাদকরা ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। বাজার অর্থনীতিতে নিয়ন্ত্রণের অভাবে ব্যবসায়ীরা স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়।

মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে নিয়ন্ত্রণের অভাব বা নেতিবাচক উপজাত দ্রব্যাদির তৈরির দরুন সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন বায়ু ও পানি দূষিতকরণ ইত্যাদি। নিয়ন্ত্রণের অভাবে বাজারমূল্যের স্থিতিস্থাপকতা আসে না। তাতে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পেয়ে আয় ও সম্পদের অসম বণ্টন ও দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেতে পারে। নিয়ন্ত্রণের অভাবে উৎপাদনমুখী নয়, এমন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক নীতি সমাজে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। যেমন বাড়তি Tariff-এর কারণে আমদানিকৃত নিত্যপ্রয়োজনীয় বিদেশি দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য বেড়ে যায়। সীমিতকরণ কোটা পদ্ধতির কারণে ভোক্তাদের আমদানিকৃত নিত্যপ্রয়োজনীয় বিদেশি সামগ্রী বেশি মূল্যে কিনতে হয়।

মুক্তবাজার অর্থনীতি খুবই উদার ও উৎপাদনমুখী, এ বিষয়ে কারো কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণের অভাবে অপূর্ণ প্রতিযোগিতার কুফল, নেতিবাচক বা সামাজিকভাবে ক্ষতিকারক উপজাত দ্রব্যাদি তৈরি, সৃষ্ঠু আন্তর্জাতিক এবং অর্থনৈতিক রীতি-নীতির অভাব, বাজারমূল্যের অস্থিতিস্থাপকতা, বেকার সমস্যা বৃদ্ধি ও আয়ের অসম বণ্টন ইত্যাদি অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। কোনো সন্দেহ নেই, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে অসম বণ্টন এবং দারিদ্র্যের প্রবণতা তুলনামূলকভাবে কম। মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে সরকারকে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে হয়। বিভিন্ন ধরনের সুষম বণ্টন প্রক্রিয়া সরকার নেয়। যেমন আয়করের আওতা ও হার বৃদ্ধি করে সচ্ছল পরিবারের আয় থেকে অংশবিশেষ অসচ্ছল পরিবারে বিতরণ ইত্যাদি। তাছাড়া বাজেট ঘাটতি বাড়িয়ে অর্থ ও অসচ্ছল ব্যক্তিদের নিয়োগ সাপেক্ষে আয়ের বণ্টনব্যবস্থা সরকার নিতে পারে। অর্থসচ্ছল পরিবারের জন্য food stamp, medi-care & low cost housing ইত্যাদি সাপেক্ষে ভর্তুকি দিয়ে সুবিধাবঞ্চিতদের সাহায্য করা যেতে পারে। Transfer Payment (TP) আয়ের অসম বণ্টন দূরীকরণ সাপেক্ষে বিশেষভাবে সহায়ক। Transfer Payment-এর মাধ্যমে আয়ের অসম বণ্টন কিছুটা হলেও হ্রাস করা সম্ভব। বেকার সমস্যা ও দারিদ্র্য প্রবণতা হ্রাসকল্পে বেকার যুবকদের বেকার বীমা প্রদান করে আর্থিক সুবিধা দেয়া যায়। উল্লেখ্য, সামগ্রিকভাবে সুবিধাবঞ্চিতদের একটি তালিকা প্রণয়ন করে তাদের জন্য বিশেষভাবে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করতে হবে।

Markets are a great way to organize economic activities, but they need an adult supervision, said David Wassel, as mentioned in Economics, 18th Edition by Samuelson & Northouse, PP-341। মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে আয় ও সুখভোগের অসম বণ্টন ও দারিদ্র্য প্রবণতার কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। আয়ের অসম বণ্টন একটা সমস্যা, যা অবশ্যই দূর করতে হবে। এ অসম বণ্টন ও দারিদ্র্য প্রবণতা দূরীকরণে সরকারকেই প্রধান ভূমিকা নিতে হবে। কিন্তু উন্মুক্ত বাজার, উন্মুক্ত অর্থনীতি বা বাজার অর্থনীতির সঠিক নিয়ন্ত্রণের ভেতরে ভারসাম্যতা সঠিকভাবে বজায় রাখতে হবে। Briefly, we must find the correct balance between free markets and regulation by a careful analysis of the costs & benefits of each approach of free markets and regulations। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সৃষ্টি, সরকারি খাদ্য সাহায্য প্রদান, কাজের বিনিময়ে খাদ্য (FFW), দুর্যোগজনিত কারণে দারিদ্র্যপীড়িতদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ইত্যাদি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সাশ্রয় ও স্বল্প সুদে লোন দিয়ে সুবিধাবঞ্চিতদের গ্রামীণ ব্যাংক মডেলের মতো বাজার কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।

অসম বণ্টন দূরীকরণ সরকারের আয়কর নীতি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বেকার সমস্যা দূরীকরণ, Transfer payment (TP) ও বিভিন্ন ধরনের Public goods এবং সামাজিক মূলধন গঠন ইত্যাদি ব্যাপক হারে বৃদ্ধি করতে হবে। আয়করের আওতা ও আয়করের রেট একটি সহনশীল পর্যায়ে বৃদ্ধি এবং সুষ্ঠু বণ্টন সাপেক্ষে সরকারের হাত শক্ত করতে হবে। মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে Progressive tax নীতি অনুসরণ করতে হবে। একটি ব্যক্তির যতো বেশি আয়, ততো বেশি tax rate। বাজারমূল্যের স্থিতিস্থাপকতা আনয়ন, বেকার সমস্যা দূরীকরণ, দারিদ্র্যবিমোচন সাপেক্ষে দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণ, যেমন- মুদ্রানীতি, রাজস্বনীতি এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও আর্থিক কর্মকাণ্ডের সুষ্ঠু পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে অতি সাবধানতার সঙ্গে ফলপ্রসূ নীতিনির্ধারণ করতে হবে। নেতিবাচক externality সামাজিকভাবে অপ্রত্যাশিত, যা প্রতিরোধে অবশ্যই বড় ধরনের tax আরোপ করতে হবে। সামাজিক মূলধন গঠনে কিছু কিছু বিনিয়োগ ও কার্যক্রমকে Public goods বলে, যা বাড়তি খরচ ছাড়াই সমাজে সবাই ব্যবহার করতে পারে এবং উপকৃত হয়। যেমন- মহাসড়ক নেটওয়ার্ক ও National weather services ইত্যাদি। কোনো বেসরকারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এ জাতীয় মূলধন গঠন ও বিনিয়োগে উৎসাহী হয় না। সরকারকে ভর্তুকি দিয়ে হলেও এ জাতীয় কার্যক্রমে সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করতে হবে।

ড. এম আজিজুর রহমান: কলাম লেখক, ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি।